গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সোনালি আঁশের সোনার দেশ – পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ

জাতীয় পাট দিবস ২০২২

০৬ মার্চ ২০২২

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় পাট দিবস ২০২২' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের জাতীয় পাট দিবসের প্রতিপাদ্য 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ - পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ' বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সোনালি আঁশ হিসেবে খ্যাত পাটের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি গভীরভাবে জড়িত। এ দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পাট ও পাটজাত পণ্য দেশে যেমন গুরুত্বের দাবিদার, তেমনি বিশ্ব বাজারেও এটি একটি অনন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। তাই কৃত্রিম তন্তুর পরিবর্তে পাটের ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাটখাতকে সুসংহত ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। পাটখাতের উন্নয়নে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। পাট চাষসহ পাটখাতের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে 'পাট আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্যোক্তাগণ ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছে। পাটশিল্পের বিকাশে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিপণনের জন্য বহির্বিশ্বে এসব পণ্যের ব্রান্ডিং এর জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। আমি আশা করি, বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পাট চাষিগণ পাটের ন্যায্য মূল্য পাবে এবং দেশের অর্থনীতি অধিকতর সমৃদ্ধ হবে। বাংলাদেশের সোনালি আঁশ পাট থেকে উৎপাদিত বহুমুখী পণ্যকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

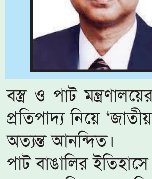

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৬ মার্চ 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ - পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্য নিয়ে 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' উদযাপনের অংশ হিসেবে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পাট বাঙালির ইতিহাসে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যা জাতি সত্তার পরিচয়বাহী সংস্কৃতির অন্যতম উপকরণ। কালের পরিক্রমায় কৃত্রিম তন্তু (পলিথিন) এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান টেকসই উন্নয়নের যুগে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। পরিবেশবান্ধব ফসল হিসেবে পাটের গুরুত্ব বিবেচনায় পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' উদযাপন করা হচ্ছে। এ আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমগ্র বিশ্বে মর্যাদার সাথে তুলে ধরবে, বলে আমার বিশ্বাস।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাটখাতকে সুদৃঢ় ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক পাটখাতে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এখাত অসামান্য অবদান রাখছে।

বর্তমান সরকার পাট শিল্পের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিবছর পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাটখাত ও পাট শিল্পকে সুসংহত করার লক্ষ্যে 'পাট আইন, ২০১৭' ও 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। পাট চাষ নিশ্চিতকরণে বীজ সরবরাহ সঠিক রাখার পাশাপাশি কৃষককে অন্যান্য উপকরণ সহায়তার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাটের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে পাটকলসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে পাট সংগ্রহ করতে পারছে যা রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে– কৃষকরাও পাটের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন।

সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন, ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। ইতোমধ্যে এখাতের উদ্যোক্তাগণ ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছেন – যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যকে জনপ্রিয় করতে প্রচার প্রচারণাসহ বিদেশে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করার কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান ব্যবসাবান্ধব সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানিখাতে (৫-২৫ ভাগ) নগদ ভর্তুকি প্রদান করছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমসম্প্রসারমান পাট ও পাটজাত পণ্য দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং দিবসটির সফলতা কামনা করি। এ উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি

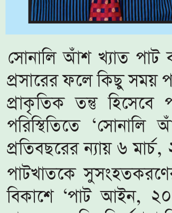

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সোনালি আঁশ খ্যাত পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার ও প্রসারের ফলে কিছু সময় পাটের ব্যবহার ও চাহিদা ক্রমহ্রাসমান হলেও বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পাটখাতের বিকাশে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এই ইতিবাচক পরিস্থিতিতে 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ – পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে প্রতিবছরের ন্যায় ৬ মার্চ, ২০২২ খ্রি. জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে।

পাটখাতকে সুসংহতকরণের লক্ষ্যে পাটের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, চাষ সম্প্রসারণ এবং পাট শিল্পের বিকাশে 'পাট আইন, ২০১৭' পাশ হয়েছে। এছাড়াও পাটখাতের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা হিসেবে 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮' অনুমোদিত হয়েছে। কতিপয় পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহে কৃত্রিম মোড়কের ব্যবহারজনিত কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে এবং পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' কার্যকর করা হয়েছে। সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনায় পাটখাতের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাটখাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাটচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ, উন্নতমানের পাটবীজসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, দৃষ্টিনন্দন ও শৈল্পিক গুণসম্পন্ন নতুন নতুন ডিজাইনের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন এবং বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে।

আমার বিশ্বাস, জাতীয় পাট দিবস উদযাপনের মাধ্যমে পাটখাত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাজের গতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সকল অংশীজনের সমন্বিত প্রয়াসে ভবিষ্যতে পাটখাত দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আব্দুর রউফ

জেডিপিসি এবং বহুমুখী পাটপণ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোহাম্মদ আবুল কালাম এনডিসি
নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি

জাতীয় পাট দিবস-২০২২ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "সোনালী আঁশের সোনার দেশ - পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ"। এ প্রতিপাদ্যকে সমানে রেখে এ লেখায় বাংলাদেশের বহুমুখী পাটপণ্যের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

'পাট' - বহুল উচ্চারিত মাত্র দুটি অক্ষরের একটি শব্দ। কেবল কাঁচামাল হিসেবেই নয়, অন্যতম প্রধান অর্থকরি ফসল রূপেও এটি বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও আবেগের সাথে মিশে থাকা একটি অনুভূতির নামও বটে। পাটের সোনালী আঁশে আবৃত সমৃদ্ধ অতীত সস্তা ও অধিকতর সহজলভ্য কৃত্রিম তন্তুর মহাপ্লাবনে বিপর্যস্ত বর্তমানে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখালেও অন্তর্নিহিত শক্তির বলে তা নতুন রূপে, বর্ধিত শক্তি নিয়ে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে। এর মূলে রয়েছে দড়ি, ছালা, কার্পেট প্রভৃতি প্রচলিত পণ্যের বাইরে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের অমিত সম্ভাবনা। ইউরোপিয় কমিশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ২০০২ সালে তৎকালীন পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার' (জেডিপিসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠাকালে মাত্র ২১টি বহুমুখী পাটপণ্য নিয়ে স্থানীয় বাজারে আত্মপ্রকাশ করে জেডিপিসি'র ১০ জন উদ্যোক্তা। প্রাথমিক পর্যায়ে গুটি কয়েক বাহারী পাটের ব্যাগই ছিল সম্বল। নান্দনিক সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে বিশেষ করে পাটের তৈরি মহিলাদের ফ্যাশনেবল ব্যাগ, জুতা ও জুয়েলারি বক্স ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও সিনথেটিক পণ্যসামগ্রীর দাপটে প্রথম দিকে এ সব পণ্য বাজারে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হয়। তবে জেডিপিসি ও এর সযত্ন তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা অদম্য উদ্যোক্তা শ্রেণির হার না মানা প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে বহুমুখী পাটপণ্যের সহজলভ্যতা ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিপরীতে পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক, পলিথিন ও সিনথেটিকের বিপর্যয়কর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাটের উপযোগিতা ও সম্ভাবনাকে নতুনভাবে সামনে তুলে এনেছে।

জেডিপিসি'র হাত ধরে সূচিত এই নতুন পর্বে পাট স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে জেডিপিসি'র নিবন্ধিত ৮০৪ জন উদ্যোক্তা এখন ২৮২ ধরনের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের মাধ্যমে পাটখাতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। তাদের উৎপাদিত বহুমুখী পাটপণ্যের স্থানীয় বাজার যেমন দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারেও এ দেশের বহুমুখী পাটপণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহুমুখী পাটপণ্যের তালিকায় রয়েছে সব ধরণের ব্যাগ, বাস্কেট, নারী-পুরুষের জুতা-সেন্ডেল, ম্যাটস, জুয়েলারি, স্যুটস, সোয়েটার, খেলনা, বিয়ের সামগ্রী, শাড়ি, জুট ডেনিম, শার্ট, পাঞ্জাবি, কোটি, পাট থেকে উৎপাদিত গার্মেন্ট সামগ্রী ইত্যাদি। পাটপাতা থেকে তৈরি চা-প্রকৃতির পানীয়ও বর্তমানে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য পৃথক এইচএস (HS) কোড না থাকায় এসব পণ্য রফতানি হতে ঠিক কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে জেডিপিসি'র নিজস্ব তথ্যভাণ্ডার অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এর পরিমাণ প্রায় ১৪ শত কোটি টাকা এবং তা প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত ক্ষেত্র বিদ্যমান যে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নিলে আমাদের বহুমুখী পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার কয়েকগুণ সম্প্রসারিত হতে পারে। বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রসার লাভ না করার আরেকটি কারণ হচ্ছে, উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন ও কারিগরি দক্ষতার অভাব। প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে জেডিপিসিও এ ক্ষেত্রে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানে সমর্থ হচ্ছে না।

শুরুতে জেডিপিসি'র কার্যক্রম সম্ভাব্য উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও তাদের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে সীমিত থাকলেও ধাপে ধাপে তা নানামুখী বিস্তৃতি লাভ করে। ২০০৬ সালের দিকে বহুমুখী পাটপণ্যের উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে ৩টি বিভাগীয় শহরে প্রতীকী মাত্রায় বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তা সহায়তা কেন্দ্র (Jute Entrepreneurs Service Centre - জেইএসসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে এ কার্যক্রম আরও ৩টি বৃহৎ জেলায় সম্প্রসারিত হয়। উদ্যোক্তাদের সুলভমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে ঢাকার কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে একটি কাঁচামাল ব্যাংক (Raw Material Bank) স্থাপন করা হয়। নিবন্ধিত উদ্যোক্তাগণ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এই কাঁচামাল ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন বহুমুখী পাটপণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার লক্ষ্যে ঢাকাস্থ জেডিপিসি ভবনের দ্বিতীয় তলার একাংশ নিয়ে একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কেন্দ্রে বর্তমানে শতাধিক উদ্যোক্তা নিয়মিতভাবে তাদের তৈরি বাহারি রকমের বহুমুখী পাটপণ্য সরবরাহ করে চলেছেন। জেডিপিসি'র কেন্দ্রীয় প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র হতে বেসরকারিখাতের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থাও নিয়মিত সুলভ মূল্যের পাটপণ্য সংগ্রহ করে থাকে। কাঁচামাল ব্যাংক এবং প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম জেইএসসি পর্যায়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকলেও আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। ফলে জেইএসসিগুলোকে এখনও পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় কার্যকর করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জেডিপিসি'র আরেকটি প্রধান কাজ হচ্ছে, উদ্যোক্তাগণের দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ কাজটি চলমান থাকলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এ ক্ষেত্রেও নানারূপ সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

অন্য কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণেও জেডিপিসি'র কার্যক্রম প্রত্যাশিত মাত্রায় বিকশিত হতে পারেনি। তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোগত দুর্বলতা। সৃষ্টির পর ২০ বছর অতিক্রান্ত এবং বাংলাদেশে এর উদ্যোগে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণের এক প্রকার জোয়ার সৃষ্টি হলেও জেডিপিসি এখনো কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। একদিকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধিজনিত সুযোগ-সুবিধার ক্রমবর্ধমান আর্থিক দায়, অন্যদিকে সুদের হারে ক্রমাবনতির ফলে স্থায়ী আমানত হতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস (সরকারি কাঠামোভূক্ত না হওয়ায় জেডিপিসি সরকারি আর্থিক সহায়তা পায় না) পাওয়ার দরুন জেডিপিসি'র আর্থিক সক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে এতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উদ্যম ও উৎসাহ হারিয়ে ক্রমশ হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছেন। আশার দিক হচ্ছে, বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার বা প্রচলন এবং রফতানি বৃদ্ধিতে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে। জেডিপিসি'র কার্যক্রম পত্তনের কয়েক বছর পরেই পাটপণ্যের স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ প্রবর্তন করে। এই আইনের আওতায় চাল, ডাল, গম প্রভৃতিসহ ১৯টি নিত্য ব্যবহার্য পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার নিশ্চিত করতে সীমিত পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। একইসাথে সরকার বহুমুখী পাটপণ্য রফতানিতে ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা বা রফতানি প্রণোদনা চালু করেছে। ফলে উদ্যোক্তারা অভ্যন্তরীণ বিপণন বৃদ্ধির পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার অন্বেষণেও ব্রতী হয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বের একশটিরও বেশি দেশে জেডিপিসি'র উদ্যোক্তাদের তৈরি বহুমুখী পাটপণ্য রফতানি হচ্ছে। এটি খুবই আশাব্যঞ্জক যে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সমধিক পরিচিত এই নতুন প্রজন্মের হাত ধরে বহুমুখী পাটপণ্যের দিগন্ত উত্তরোত্তর প্রসারিত হবে, এই আশা করাই যায়।

পরিবেশের জন্য বিষময় কৃত্রিম তন্তুর লাগামহীন ব্যবহারক্লিষ্ট প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে কৃত্রিম তন্তু বর্জনের বিপরীতে পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তুর ওপর গুরুত্বারোপ এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার ফলে বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হতে চলেছে। তবে একদা সোনালী আঁশ নামে খ্যাত পাট বহুমুখী পাটপণ্যের এ সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ন করতে হলে আমাদের নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রেসমূহে আশু নজর দেয়া প্রয়োজন : (ক) পাটসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তু দ্বারা বহুমুখী পণ্য উদ্ভাবন, ব্যবহার ও বিপণনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্র ও দায়িত্ব দিয়ে জেডিপিসিকে যথাদ্রুত সম্ভব একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তরসহ এর আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়ন; (খ) বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ; (গ) বহুমুখী পাটপণ্যের রফতানি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ও সংকলনের সুবিধার্থে বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট এইচএস (HS) কোড প্রবর্তন; (ঘ) বহুমুখী পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রচারণায় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানো।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ : ঐতিহ্যময় সোনালি আঁশ

মোহাম্মদ আতাউর রহমান (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর

পদ্মা, মেঘনা, যমুনার পলি-বিধৌত উর্বরমাটি আর অনুকূল জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশের পাট বিশ্বসেরা। একসময় এ পাটই ছিল কৃষকের অর্থ-উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় খাত। তাই আবহমান কাল থেকেই এদেশের চাষীরা বংশ পরমপরায় পাটচাষ করে আসছেন। পাটের সাথে রয়েছে এদেশের মানুষের আবেগের সম্পর্ক, সোনালী ঐতিহ্য আর মহান স্বাধীনতার এক নিবিড় যোগসূত্র। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ায় সোনালী আঁশ পাটের 'সোনালী অধ্যায়' আজ আর স্বপ্ন নয়। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সময়োপযোগী ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে পাটখাত আজ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এক অনন্যতম অনুষঙ্গ। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৬ মার্চকে জাতীয় পাট দিবস ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটেই 'সোনালী আঁশের সোনার দেশ, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ'- প্রতিপাদ্য নিয়ে ৬ মার্চ ২০২২ অন্যান্য বারের মতো জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে পাটের সোনালী ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ, পাট-পাটবীজ ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে এ দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম।

আশির দশকে পাটের বিকল্প হিসেবে পলিথিনসহ বিভিন্ন সিনথেটিক পণ্যের প্রচলনের ফলে স্থানীয় বাজারে পাটের বাজার চ্যালেঞ্জের মুখে পরে। সে কারণে একদিকে ফসলের বহুমুখীকরণ এবং অন্যদিকে পাটের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে চাষীরা বিকল্প ফসল চাষে সচেষ্ট হয়। এছাড়াও পাটের বিষয়ে বিভিন্ন নেতিবাচক পদক্ষেপের কারণে পাটখাত তার সোনালী ঐতিহ্য হারাতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে পাটের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের বিষয়ে অঙ্গীকার করে এবং ক্ষমতায় এসে সরকার পাট-বান্ধব নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে পাটখাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

পরিবেশ দূষণ রোধ ও পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ ও এ সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করে। দেশব্যাপী জেলা প্রশাসনের সহায়তায় পাট অধিদপ্তর এ আইনের আওতায় নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছে। এ আইন ও বিধিমালার আওতায় **ধান, চাল, গম, ভূট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুড়া, পোল্ট্রি ও ফিসফিড**সহ এ পর্যন্ত ১৯টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ আইনের বিধান অমান্যকারীর শাস্তি অনধিক এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড। এ পর্যন্ত ৮,৩৯৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড এবং ৫৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যাগের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পলিথিনসহ বিভিন্ন সিনথেটিক ব্যাগ ব্যবহারের মাত্রা হ্রাস পাওয়ায় পরিবেশের মারাত্মক দূষণ প্রশমিত হচ্ছে। এ আইনের শতভাগ বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী, প্রশাসন, পুলিশ, মিডিয়া, সুশীলসমাজ ও জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

সরকার মানসম্মত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, পাটের ঐতিহ্য ও গুণগতমানের অঙ্গীকারকে সমুন্নত রাখা এবং পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের আওতায় 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৫টি জেলার ২২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে "জেলা কমিটি" এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে গঠিত "উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি" রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাটচাষের উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কে চাষীগণ প্রশিক্ষিত হবেন এবং সার্বিকভাবে গুণগত মানসম্মত পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

পাট একটি পরিবেশ বান্ধব ফসল এবং পরিবেশ রক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এর জুড়ি নেই। পাট ও পাটপণ্য ব্যবহারে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না। পাট উচ্চমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে গ্রিন-হাউজ গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে। এক গবেষণায় জানা যায়, ১ হেক্টর জমির পাট ১০০ দিনে বাতাস থেকে ১৪.৬৬ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম; অন্যদিকে একই সময়ে প্রতি হেক্টর জমির পাট বায়ুমণ্ডলে ১০.৬৬ টন অক্সিজেন নিঃসরণ করে এ সুন্দর পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে সহায়তা করছে। পলিথিন বা সিনথেটিক পণ্যের পরিবর্তে শতভাগ পাটপণ্য ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ বহুলাংশে কমে যাবে। এ ছাড়াও পাটচাষে পাট গাছের শিকড় ও ঝড়ে পড়া পাতা পঁচে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিসহ কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য ফসলের রোগ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে। পাটচাষের পর ঐ জমিতে অন্য যে কোন ফসল চাষ করলে তুলনামূলক অনেক বেশি ফলন হয় এবং চাষী লাভবান হন। অর্থকরী ফসল হিসেবেও পাটের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে প্রতি মণ ভালোমানের পাটের বাজার দর ৩৩০০/-৩৬০০/- টাকা।

বাণিজ্যিকভাবে পাটখড়ি ব্যবহার করে চারকোল উৎপাদন করা হচ্ছে। পাট আঁশের পাশাপাশি চাষীরা সম্প্রতি পাটখড়ি বিক্রি করেও লাভবান হচ্ছেন। পাট পানীয়তে ব্যবহারযোগ্য পাট পাতা বিক্রি করেও অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বছরে প্রায় ৩০ লাখ টন পাটখড়ি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বন উজারের হুমকি হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও দেশে উৎপাদিত কাঁচাপাট আমাদের পাটশিল্পে প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাটকাঠি দিয়ে স্বল্পব্যয়ে পেপার পাল্প তৈরি করা যায়। শিল্পখাত বিবেচনায় পাটশিল্প এখনো বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কাঁচাপাট প্রচলিত পাটপণ্য এবং বহুমুখী পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে ১১৬১.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে, যা মোট রপ্তানি আয়ের ২.৯৯ ভাগ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের তুলনায় ৩১.৬৩ ভাগ বেশি। পাট একটি শ্রমঘন খাত; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ এর সাথে জড়িত। উন্নতজাতের পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, নতুন নতুন পাটপণ্য উদ্ভাবন এবং পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ খাতে আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ মহিলাদের অংশগ্রহণে কৃষকদের অর্থনীতির উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পরিবেশ রক্ষায় সোনালী আঁশ পাট অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বসতবাড়ি নির্মাণ এবং বহুমূখী ফসল উৎপাদনসহ নানাবিধ কারণে পাট চাষের উপযোগী উর্বর জমি এবং পাট পঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় জলাশয় ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির কারণে পাটের উৎপাদনে পরিমাণগত গুণগত ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। ভালো বীজের উপর যে কোন ফসলের মান বা ফলন ইত্যাদি নির্ভর করে। উপযুক্ত জমি এবং মানসম্মত পাটবীজের ঘাটতি পাট উৎপাদনে একটি অন্যতম বড় বাধা। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট উন্নত পাটের জাত আবিষ্কার করলেও দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৬৫ ভাগ পাটবীজ পার্শ্ববর্তী দেশ হতে আমদানি করতে হয়। ফলে সময়মত মানসম্মত বীজের অভাবে অনেক সময় পাট উৎপাদন হুমকির মুখে পড়ে। টেকসই পাটখাত তৈরির লক্ষ্যে চাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাও জরুরি।

পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। জেডিপিসি'র আওতায় বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোক্তাগণ এ পর্যন্ত ২৮২ ধরণের অধিক পাটপণ্য উদ্ভাবন করে বিপণন করছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লাভজনক পর্যায়ে টিকে থাকার জন্য এসব পণ্য আরো আকর্ষণীয় ও গুণগত মানসম্পন্ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন উন্নত গবেষণা ও সংশ্লিষ্টদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বাজার সম্প্রসারণ করা। অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের বস্তা ইত্যাদি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক পাটের 'জিনোম সিকোয়েন্স' আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালী ভবিষ্যতের হাতছানি ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে। পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট পলিমার বা সোনালী ব্যাগ, ভিসকস ও পাট পাতার ভেষজ পানীয়'র মতো প্রকল্পগুলো পাটখাতকে নিয়ে যাবে উন্নতির উচ্চশিখরে। নানাবিধ কারণে এখনো এসব প্রযুক্তির পুরোপুরি বাণিজ্যিকীকরণ করা সম্ভব হয়নি। এসব সম্ভাবনার নিবিড় নার্সিংসহ প্যাটেন্ট রাইটস ইত্যাদি বিষয়গুলো দ্রুত নিষ্পন্ন করে বাস্তবায়ন করা তথা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বিপণন প্রয়োজন। এ জন্য পাটখাতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রণোদনা বাড়ানো দরকার। পাট একটি শ্রমঘন ফসল যার উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবহারের পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

বর্তমান সরকারের প্রণীত যুগোপযোগী পাটবান্ধব আইন, নীতিমালা ও কর্ম-পরিকল্পনা পাটখাত উন্নয়নে ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা রেখে চলছে। এর যথাযথ বাস্তবায়নে নিশ্চিত হবে পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়ন, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়ন, পাটের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ, কৃষকদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃজন। ফলে সফল হবে গ্রামীণ অর্থনীতি, হ্রাস পাবে দারিদ্র, সমৃদ্ধ হবে সোনার বাংলা এবং বেগবান হবে সোনালী আঁশের পুনর্জাগরণের অভিযাত্রা।

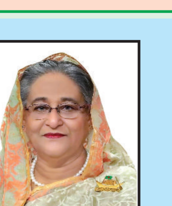

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও ৬ মার্চ ২০২২ 'জাতীয় পাট দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি পাট চাষিসহ এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। এবারের প্রতিপাদ্য 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ - পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ' প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

পাটের সঙ্গে রয়েছে এদেশের মানুষ আর আমাদের মহান স্বাধীনতার এক নিবিড় যোগসূত্র। দেশ বিভাগের পর থেকেই তৎকালীন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী দেশের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার ন্যায্য হিসাব থেকে বঞ্চিত করে। এ অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৬ দফা কর্মসূচির ৫ম দফায় বৈদেশিক মুদ্রার ওপর প্রদেশ প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবি করেন। পাটকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিকাশের পরিকল্পনা করেন তিনি। এ কারণে দেশ স্বাধীনের পরে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার ১৯৭২ এর আওতায় সব পাটকল জাতীয়করণ করেন। একই বছর তিনি বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পাট শিল্পের উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিক (১৯৭৩-৭৮) পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরই) প্রতিষ্ঠা করেন। পাটখাত নিয়ে তাঁর গঠনমূলক উদ্যোগের ফলে পাট মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে স্বপরিবারে হত্যার পর পাটখাতে নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয়। লোকসানের কারণ দেখিয়ে নামমাত্র মূল্যে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার নামে পাট শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেওয়া হয়।

এক সময়ের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট এখনও দেশের ২য় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। শুধু তাই নয়, বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে পাটের ভূমিকা একটি স্বীকৃত ইতিহাস। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকারের ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতা পাটের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার এবং অধিক সমৃদ্ধশালী করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক ও পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পরিবেশবান্ধব সোনালি আঁশ-পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা দেশের পরিবেশ রক্ষায় ও জনস্বার্থ সুরক্ষায় ইতিবাচক ধারা সৃষ্টি করেছে। 'পাট আইন ২০১৭' ও 'জাতীয় পাটনীতি ২০১৮' পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে। পাট পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন, ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। বহুমুখী পাটপণ্যের এ সম্প্রসারণ একদিন বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে যাবে বলে আমি আশা রাখি যা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে আরও গতিশীল করতে ভূমিকা রাখবে।

আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় পাট ও পাটজাত পণ্য আমাদের অন্যতম হাতিয়ার হবে বলে আমার বিশ্বাস। জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ায় সোনালি আঁশ পাটের সোনালি অধ্যায় আজ আর স্বপ্ন নয়। আমাদের সরকারের সময়োপযোগী ও ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে পাটখাত আজ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এক অন্যতম অনুষঙ্গ। পাট বিষয়ে আমাদের আছে দক্ষ পাট চাষি, আছে আধুনিক উপযোগী জাত, উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা, আর আছে বহুমুখী ব্যবহারের বিভিন্ন পাটপণ্য এবং ব্যবহারের বিভিন্ন উপযোগী ক্ষেত্র। আমি মনে করি, সরকারি-বেসরকারি সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পাট চাষ ও পাট জাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আরও বহুদূর।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

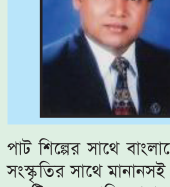

সভাপতি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

পাট শিল্পের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে মানানসই পাট ও পাটজাত পণ্য দেশে যেমন গুরুত্বের দাবিদার, তেমনি বিশ্ব বাজারেও একটি অনন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে পাটখাতের রয়েছে অনন্য অবদান। পাটখাতের এ সাফল্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এ বাস্তবতায় দেশব্যাপী ৬ মার্চ 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ – পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে নিয়ে 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' পালনের এ আয়োজন একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

বর্তমান সরকারের কর্মপরিকল্পনা ও ব্যবসাবান্ধব নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী পাটশিল্পের প্রসার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি ও পরিবেশগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০' অনুযায়ী উনিশটি পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। পাটখাতকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে 'পাট আইন,২০১৭' ও 'জাতীয় পাটনীতি,২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে পাটের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাট শিল্পকে সুসংহতকরণ, পাটের গবেষণা এবং পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। বর্তমান সরকার পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাট চাষিদের বিনামূল্যে উন্নতমানের পাটবীজ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, সার-বালাইনাশক ও আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রদান করছে। ইতোমধ্যে পাটের জীবন রহস্য (Genome sequencing) উদ্ভাবনের ফলে পাট বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে। সরকার কর্তৃক বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির নানামুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে পাটখাত জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে। আমার বিশ্বাস, পরিবেশবান্ধব পাট শিল্পের এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্রুতই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে পাশাপাশি বিশ্ববাজারে একটি উল্লেখযোগ্য খাত হিসেবে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সফল হোক জাতীয় পাট দিবস ২০২২।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মির্জা আজম, এমপি